ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৯৭১
আগরতলা, ১০ অক্টোবর, ২০১৯

অঙ্গীকার প্রচারাভিযান কর্মসূচির সূচনা
লাইট হাউস প্রজেক্টের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে নির্বাচিত করেছে : মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য নিজস্ব উদ্যোগে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত করছে। আজ আগরতলা টাউনহলে ভারত সরকারের আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রকের 'অঙ্গীকার' নামে ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের রাজ্যস্তরীয় একটি প্রচারাভিযান কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) আবাসন নির্মাণে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অঙ্গীকার নামক এই অভিযান মূলত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) যারা সুবিধা পেয়েছেন তাদের যুক্ত করে এই অভিযান চালানো হবে। তিনি বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী এবছর উদযাপিত হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে ভারত সরকারের আবাসন এবং নগর বিষয়ক মন্ত্রক চলতি বছরের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী থেকে এই প্রচারাভিযানের সূচনা করে। এই কর্মসূচি ৩ মাসব্যাপী চলবে। 'অঙ্গীকার' কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) সুবিধাভোগী নাগরিকদের জীবনযাপনকে উন্নত করতে যে সব বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেইগুলি হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার, জল সংরক্ষণ, বৃক্ষ রোপণ, এল পি জি ব্যবহার, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, উজালা যোজনায় এল ই ডি বাল্ব ব্যবহার ইত্যাদি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে শহর এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের পাকাবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) গৃহ নির্মাণের কাজে আরও গতি আনার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে রাজ্যের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নগর এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (TUDA) গঠন করেছে। টুডা-এর মাধ্যমে আগরতলার কামান চৌমুহনি, কুঞ্জবন ও নন্দননগরে ১ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রকল্প অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে ৩০ হাজার বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো জেলখানার জায়গাতে ১২০০টি ফ্ল্যাট বানানোর উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার। সেখানেই চক্ষু এবং শিশুদের হাসপাতালের পাশাপাশি মিউজিয়াম এবং আই টি হাব গড়ে তোলা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জানান। এছাড়াও রাজ্যে ইন্টারন্যাশনাল শপিং মল তৈরি করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ছয়টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাকে নির্বাচিত করেছে লাইট হাউস প্রজেক্টের জন্য। এর মাধ্যমে আখাউড়া সীমান্তের গোলচক্কর এলাকায় ১ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

***২-এর পাতায়

তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিল্ডিং রুলস সংশোধন করে নতুন বিল্ডিং রুলস প্রণয়ন করছে। তাতে সাধারণ মানুষ বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা পাবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নগর সংস্থার চেয়ারপার্সন এবং ভাইস চেয়ারপার্সনদের আয়ুষ্মান ভারত মিশন প্রকল্পকে মিশন মুডে রূপায়ণ করার উপর গুরুত্ব দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব। তিনি বলেন, গান্ধীজির গ্রাম স্বরাজকে অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী গ্রাম, গরিব, কৃষকদের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতবর্ষ থেকে দারিদ্র দূরীকরণের চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য কোনও সচেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বর্তমান কেন্দ্র সরকার এই দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে তুলে নিয়েছেন। সরকারের এই পদক্ষেপের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ধারার পরিবর্তন করতে হবে। বিদ্যুৎ কিংবা জলের অপচয় করা চলবে না। রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, জনগণের দ্বারা সরকার গঠন হয়। তাই জনগণের বিকাশ, প্রসার সবই প্রতিফলিত হয় সরকারের কাজের মধ্য দিয়ে। তাই সকলকে বিকাশের পথ বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান) প্রকল্পে সারা দেশের জন্য ৮৫ লক্ষ ঘর অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরায় প্রায় ৮৫ হাজার আবাসন অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিপুরা জনসংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা তিন গুণ। এই প্রকল্পে রাজ্যকে প্রায় ১২৭৮ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ঘর নির্মাণের জন্য দেওয়া হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. মিলিন্দ রামটেকে। এছাড়া অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী সহ নগর সংস্থার চেয়ারপার্সন এবং ভাইস চেয়ারপার্সনগণ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এন সি শর্মা।

*****